তারিখ 12 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ...

দৈনিক ইত্তেফাক

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ হচ্ছে

■ নিজামুল হক

আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে দেশের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে তিন স্তরে জাতীয়করণ করা হচ্ছে। জাতীয়করণের অংশ হিসাবে প্রথম স্তরে আগামী বছর ১ জানুয়ারি থেকে সব এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের আওতায় আনা হবে। দ্বিতীয় স্তরে একই বছরের ১ জুলাই এমপিওবহির্ভূত স্থায়ী বা অস্থায়ী নিবন্ধনকৃত ও পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত কমিউনিটি ও সরকারের অর্থে এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় এবং তৃতীয় ধাপে জাতীয়করণের যোগ্য অন্য বিদ্যালয়গুলোকে ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয়করণের জন্য অধিগ্রহণ করা হবে। আগে বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করা হবে। এর পর এর শিক্ষকদের জাতীয়করণ করা হবে।

> খসড়া বিধিমালা অনুযায়ী আগামী জানুয়ারি থেকে তিন স্তরে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সরকারের ব্যয় হবে ৬৬৮ কোটি টাকা

সম্প্রতি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের খসড়া বিধিমালা তৈরি করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

যোগ্যতা অর্জনে সময় পাবে তিন বছর : বিধিমালা অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা শিক্ষকদের প্রথমে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। পরে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়মিত করবে; কিন্তু প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নেই এমন শিক্ষকদের যোগ্যতা অর্জনের জন্য

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরবর্তী তিন বছর সময় দেয়া হবে। তবে একটানা ২০ বছর চাকরি করা বা বয়স ৪০ বছর পার হয়ে যাওয়া শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ শর্ত শিথিল করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাদের নিয়মিত করা হবে।

যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হলেও চাকরি বহাল থাকবে : তিন বছর সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করা হবে না। তবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের চাকরি বহাল থাকবে; কিন্তু এই শিক্ষকদের পদোন্নতি, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড ও পেনশন দেয়া হবে না। এছাড়া প্রয়োজনীয় যোগ্যতাবিহীন কোনো শিক্ষক অস্থায়ী নিয়োগের তিন বছর পূর্তি হওয়ার আগে মারা গেলে বা শারীরিক অথবা মানসিকভাবে অসমর্থ হয়ে পড়লে তাকে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতাসহ নিয়মিত করা হবে।

চাকরি হবে বদলি যোগ্য : অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগের পর জাতীয়করণ করা সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য আইন, বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে। তাদের চাকরি সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের মতোই বদলিযোগ্য হবে।

অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হবে ৬৬৮ কোটি টাকা : বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের সরকারি স্কেল অনুসারে বেতন-ভাতাদি পরিশোধের জন্য বছরে প্রয়োজন পড়বে ১ হাজার ৩০৮ কোটি টাকা। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ রয়েছে ৬৪০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়করণ করা হলে বছরে অতিরিক্ত লাগবে আরো ৬৬৮ কোটি টাকা।

মোট প্রতিষ্ঠান : জাতীয়করণের জন্য বিবেচনাযোগ্য মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৬ হাজার ২৮৪টি। এর মধ্যে এমপিওভুক্ত বিদ্যালয় রয়েছে ২২ হাজার ৯৮১টি। এছাড়া স্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত ৩৮৮টি, অস্থায়ী নিবন্ধনপ্রাপ্ত ৩৬১টি, পাঠদানের অনুমোদনপ্রাপ্ত ৭২০টি, এমপিওবহির্ভূত কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৬৫৩টি, এমপিওবহির্ভূত এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় ১৩০টি, স্থাপন ও অনুমোদনের সুপারিশপ্রাপ্ত ১৫১টি এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ৯০০টি বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে বর্তমানে কর্মরত মোট শিক্ষক রয়েছেন ১ লাখ ৫ হাজার ৩৪৫ জন।

আরো যেসব সুযোগ-সুবিধা থাকছে : শিক্ষকরা সরকারি স্কুলের শিক্ষকের মতোই পেনশন সুবিধা পাবেন। পেনশন সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ও সরকারিকরণ-পরবর্তী চাকরিকাল গণনা করা হবে। বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতি চার বছর কার্যকর চাকরিকাল বা এর খণ্ডাংশের জন্য একটি ইনক্রিমেন্ট পাবেন শিক্ষকরা। তবে এমন ইনক্রিমেন্টের সংখ্যা সব মিলিয়ে তিনটির বেশি হবে না। অস্থায়ীভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগের তারিখে কোনো ব্যক্তির বয়স ৫৯ বছরের বেশি হতে পারবে না। সাধারণভাবে অধিগ্রহণ করা প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের জন্য প্রধান শিক্ষকসহ চারজন শিক্ষককে বিবেচনা করা হবে। তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে ইতোমধ্যেই পঞ্চম শিক্ষকের পদ রয়েছে, এমন বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পাঁচজন শিক্ষককে বিবেচনা করা হবে।

সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের যে সুযোগ-সুবিধা রয়েছে : বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণবিহীন সহকারি শিক্ষকরা চার হাজার ৭০০ টাকা স্কেলে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারি শিক্ষকরা চার হাজার ৯০০ টাকা স্কেলে বেতন পাচ্ছেন। আর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণবিহীন প্রধান শিক্ষক পাঁচ হাজার ২০০ টাকা স্কেলে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা স্কেলে বেতন পান। মূল স্কেলের বাইরে বর্তমানে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৫৫-৬৫ শতাংশ বাড়ি ভাড়া, ৭০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, ১৫০ টাকা টিফিন ভাতা, ১৫০ টাকা যাতায়াত ভাতা, তিনটি টাইম স্কেল, দুইটি উৎসব বোনাস এবং পেনশন ভোগ করছেন। রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেসরকারি শিক্ষকরা একই স্কেলে শুধু মূল বেতন পাচ্ছেন। বাড়ি ভাড়া বাবদ দুইশ টাকা এবং চিকিৎসা ভাতা বাবদ দুইশ টাকা ছাড়া অন্য কোনো ভাতা পাচ্ছেন না। শিক্ষকদের জাতীয়করণের পর সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো তারাও সব ধরনের ভাতা পাবেন।